তারিখ · 24 MAY 2012
পৃষ্ঠা 20 কলাম ৪

যুগান্তর

দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি এখন সরকারের বিষফোঁড়া

অসংখ্য ক্যাম্পাস খুলে চলছে সনদ বাণিজ্য

মুশতাক আহমদ

সরকারের জন্য বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি। দেড় দশক ধরে অনুমোদনহীনভাবে এক ধরনের লাগামহীন সনদ ব্যবসা করা হচ্ছে। প্রায় সারাদেশেই মাকড়সার মতো সনদ ব্যবসার জাল বিস্তার করেছে। এর মাধ্যমে একদিকে তারা জনগণের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, অন্যদিকে জনগণও ওই সনদ নিয়ে প্রতারিত হচ্ছে। কিন্তু সরকার বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ করতে পারছে না।

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, আসলে মামলার ফাঁদের কারণেই সরকার প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়টির চারটি পক্ষের অন্তত ১০টি মামলা ঝুলে আছে। ওই মামলার জোরেই জনগণকে প্রতারিত করা হচ্ছে। সূত্রটি আরও জানায়, এসব কারণেই সরকার একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করে। ওই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধের ব্যাপারে সুস্পষ্ট সুপারিশ করেছে বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, কিন্তু কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে গিয়ে বিপাকে পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে নানা জটিলতা। প্রথমত, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের কোন ধারায় অ্যাকশন নেয়া হবে সেটি নিয়ে যেমন জটিলতা তৈরি হচ্ছে, তেমনি বিষফোঁড়া : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

বিষফোঁড়া : সরকারের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যমান মামলার কারণে অ্যাকশনে যাওয়া যাচ্ছে না। নাম প্রকাশ না করে মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এ অবস্থায় সরকারকে অনেকটা বসে বসেই জনগণকে প্রতারিত করার দৃশ্য অবলোকন করতে হচ্ছে। ওই সূত্র আরও জানায়, তবে শেষ পর্যন্ত সরকার অ্যাকশনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পদক্ষেপের অংশ হিসেবে প্রথমে চারটি পক্ষকেই শোকজ করা হবে এবং উচ্চ আদালতে মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী যুগান্তরকে জানান, দারুল ইহসান নামে আর মানুষ ঠকাতে না পারে, সে জন্যই বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করা হয়। ওই কমিশনের সুপারিশের আলোকে ইতিমধ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিবদমান ৪টি গ্রুপকেই মন্ত্রণালয় শোকজ করবে। এছাড়া মামলাগুলোর বিরুদ্ধেও লড়াই চলবে। তিনি বলেন, জনগণের সর্বাধিক কল্যাণের লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে। শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, সরকার চূড়ান্তভাবে কোন বিশ্ববিদ্যালয়কেই জনস্বার্থবিরোধী ভূমিকায় লিপ্ত হতে দেবে না। দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটিও কোন অনুমোদনহীন কাজ চালিয়ে যেতে পারবে না। বিচার বিভাগীয় কমিশনের সুপারিশের আলোকে কাজ চলছে। তাদের শিগগিরই শোকজ করা হবে। যেহেতু বিভিন্ন মামলা রয়েছে, তাই আইনগত দিক পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত নেয়ার কাজ চলছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি ১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট স্থাপনের অনুমতি নিলেও ১৯৯৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর সাময়িক সনদের মেয়াদ শেষ হয়। সেই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি অনুমোদনবিহীনভাবে চলছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা অধ্যাপক ড. সৈয়দ আলী আশরাফের মৃত্যুর পর এর অবস্থা নাজুক হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কাঁচা টাকার গন্ধ সামলাতে না পেরে ট্রাস্টি বোর্ড থেকে বেরিয়ে অনেকে একই নামে নতুন ট্রাস্টি খুলে বা কেউ কেউ না খুলেই একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খুলতে থাকে। একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির চারটি পক্ষ তৈরি হয়। এসব পক্ষের সারাদেশে 'আউটার ক্যাম্পাস' নামে শতাধিক সনদ বিক্রির কেন্দ্র আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অথচ ২০০৭ সালের জুলাই মাসে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আউটার ক্যাম্পাস ব্যবস্থা বন্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া একই শহরে একই অনুমোদনে একাধিক ক্যাম্পাস খুলতে পারবে না বলা হয়। কিন্তু শাখাগুলো এই ঢাকা শহরেই অলিগলিতে বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। জানা গেছে, বিবদমান চারটি গ্রুপের মধ্যে ধানমণ্ডিতে মূল গ্রুপ রয়েছে। এটির ঠিকানাতেই সরকার বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়া এএ ফজলে রাব্বী গ্রুপ বা সাভার গ্রুপ, উত্তরায় আবুল হোসেন গ্রুপ ও মিরপুরে আবদুর রহিম গ্রুপ রয়েছে। জানা গেছে, এই চারটি গ্রুপের মধ্যে একটি ছাড়া অন্যগুলোর বৈধতার কিংবা আইনি ভিত্তি আর না-ই থাকুক, তারা মামলার জোরে টিকে আছে। এদের মধ্যে আবুল হোসেন গ্রুপের সনদ ব্যবসা অতি পুরনো। তারা শুধু দারুল ইহসানই নয়, প্রাইম ইউনিভার্সিটিসহ আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখা খোলার কার্যক্রমের সঙ্গেও জড়িত। এ নিয়েও মামলা-মোকদ্দমা চলছে। এছাড়া তারা আরও একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধভাবে শাখা খুলে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। এই প্রত্যেক গ্রুপই রাজধানীসহ সারাদেশে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খুলে যাচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, অনেকে উপরোক্ত মালিকদের কাছ থেকে এককালীন শাখা কিনে নিয়ে থাকে। আরও অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়টির উত্তরায় যে শাখা রয়েছে, সেটি ইউজিসির সাবেক এক পরিচালকের নামে খোলা হয়েছিল। ওই পরিচালকের ছেলের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে অস্বাভাবিক আর্থিক লেনদেন দেখে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এ নিয়ে একটি প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত পর্যন্ত করে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন গ্রুপের এভাবে মানুষ ঠকানো ও লাগামহীন কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালের ২৫ নভেম্বর বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে সরকার। ওই কমিশন সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে তাদের রিপোর্ট দাখিল করে। সেই রিপোর্ট নিয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে ৩ এপ্রিল মন্ত্রণালয়ে উচ্চপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় চারটি পক্ষকেই শোকজ এবং মামলাগুলোর আইনি দিক পর্যালোচনা শেষে সর্বোচ্চ আদালতে আইনি লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত হয়। সে লক্ষ্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন বলে জানা গেছে।